Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 131–136
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

বন্ধন মুক্তির প্রত্যাশা : গল্পগুচ্ছের শিশু-কিশোর

ড. চঞ্চল কুমার মণ্ডল
SACT, বাংলা বিভাগ, সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়
ইমেল : cmondal641@gmail.com

Keyword
বাংলা শিশু সাহিত্য, হাসি-খুশি, বুড়ো আংলা, হ-য-ব-র-ল, শিশু, শিশু-ভোলানাথ।

Abstract

Discussion
বাংলা শিশু সাহিত্যের ধারা আজ বহুলাংশে সমৃদ্ধতর। কিন্তু, রবীন্দ্র পূর্ববর্তী বাংলা শিশু সাহিত্য ধারা এতখানি সমৃদ্ধশালী ছিল না। গদ্য শিল্প সৃষ্টির কালে শিশুমন নিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতগণ সেভাবে ভাবেননি। শিশুমনকে কেন্দ্র করে বিশুদ্ধ শিশু সাহিত্য সৃষ্টি করা সহজসাধ্য বিষয় নয়। শিশু মনের গহন-গোপন রহস্য অনেকটাই আলো-আঁধারিময়। একমাত্র বলতে গেলে গদ্যশিল্পী বিদ্যাসাগরের অক্ষর শিল্প ভাবনায় শিশু মনের আলো-আঙিনা আমাদের সামনে প্রথম ঊষা বেলাকার সূর্য কিরণের মতো ছড়িয়ে পড়লো। সুবোধ বালক গোপালের শৈশব জীবনের সজীব ছবিটি শিশুমনে উৎসুক্যের খোরাক যুগিয়ে চলেছে আবহমান কাল ধরে। শৈশবের আলো-আঙিনায় প্রথম শিশু-কিশোর মনে দাগ কাটে 'সহজপাঠে'র শিশু মনো জগতের সহজ-সরল ছবিগুলি। কিন্তু এই শিশুপাঠ্যগুলিতে শিশু মনোজগৎ সেভাবে ফুটে ওঠেনি। শিশু মনে আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য পাশ্চাত্য সাহিত্য ধারায় পশুকথা, উপকথা (Fables) নীতিকথা সহ রূপকথার মতো বিষয়গুলি শিশুমনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। সৃষ্টি করে শিশু মনের আকাশে এক রহস্যময় কল্পজগৎ। যে জগতে বড়দের প্রশ্রয় পাওয়া সহজ সাধ্য নয়। শিশু মননের হয়ে বিশুদ্ধ শিশুসাহিত্য সৃষ্টি, বাংলা শিশু সাহিত্যের আঙিনায় দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুমার ঝুলি'কেই সাদরে স্বীকার করতে হয়। গ্রাম জীবনের অতি পরিচিত ছবিকে শিশু মনের আঙিনায় এনে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার যথার্থ শিশুর রূপকথার রাজ্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন। রূপকথার মোহঘন আকর্ষণ নিয়ে উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ও শিশু মনস্তাত্ত্বিকের ভূমিকায় শিশুর কল্প জগতের আলো-আঙিনায় আমাদের নিয়ে গেলেন। ক্রমে, যোগেন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসি-খুশি' সহ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বুড়ো আংলা', 'খাজাঞ্চির খাতা', 'বাদশাহীর গল্প', সহ উদ্ভট সব শিশু-কিশোর মননের কল্পছবির গল্পকথায় সৃষ্টি করলেন শৈশবের আলো-আঙিনা। পরবর্তীতে সুকুমার রায় 'খাইখাই', 'আবোলতাবোল', 'হ-য-ব-র-ল'-র মতো রচনায় শব্দ কুশলী শিশু শিল্পী হিসেবে অনায়াসেই শিশু-কিশোর মনে স্বতন্ত্র জায়গা করে নিলেন।

বাংলা সাহিত্যের সর্ব শাখায় যিনি রৌদ্র করোজ্জ্বলে আপন প্রতিভার দীপ্তি ছড়িয়ে চির ভাস্মর হয়ে উঠেছেন সেই সবার অন্তরের ঠাকুর– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে পড়ে বাংলা শিশু সাহিত্যের ভাণ্ডারটি বিচিত্র পূর্ণভাবে পরিপুষ্টতা লাভ করল। কবির 'শিশু' (১৯০৩) কাব্য গ্রন্থের শিশু ভাবনা থেকে 'শিশু-ভোলানাথ' (১৯২২) সহ, শিশু-কিশোর মননের নাট্য চিত্র 'মুকুট' (১৯০৮) সহ অসংখ্য গল্পশিল্পে শিশু-কিশোর চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলি নিখুঁত ভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। শিশু-কিশোর মননের শিল্পী হিসেবে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের বাল্য বেলাকার স্মৃতি তাঁর শিশু-সাহিত্যে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছে। ভৃত্য শ্যাম কর্তৃক গণ্ডীবদ্ধ জীবন থেকে মুক্তির অদম্য আকাঙ্ক্ষা, 'ডাকঘর' (১৯১২) নাটকের সেই পীড়িত কিশোর অমলের চোখ দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতিকে চোখ মেলে দেখবার ব্যাকুলতা আপন শিশুপুত্রের মনোরঞ্জন সহ পীড়ির কন্যার মর্মবেদনা সবিই কবিকে শিশু মনস্তত্ত্ব নির্মাণে সহায়তা করেছে। শিশু মননের নব-নব চিন্তা ও চিরায়ত চাঞ্চল্যের স্বভাব বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে রবীন্দ্র গল্প-শিল্পের পাতায় পাতায়। শিশু-কিশোর মননের হর্ষ-বিষাদ, মান-অভিমান, স্নেহ-পরাগের মমতা মাখা নিবিড় ভালোবাসার বন্ধন লীলার চাঞ্চল্য, সুগভীর স্পর্শকাতরতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

কিশোরী গিরিবালা ও শশিদাদার কথা সজীব রূপে ফুটে উঠেছে 'মেঘ ও রৌদ্র' (সাধনা, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩০১ বঙ্গাব্দ) গল্প চিত্রে। 'সমাপ্তি'র (সাধনা, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩০০ বঙ্গাব্দ) মৃন্ময়ীর স্বভাব চাঞ্চল্য বন্ধনহীনা বালিকার স্বভাব চপলতায় ফুটে উঠেছে। এভাবে, রবীন্দ্র-গল্প বিশ্বের অসংখ্য কিশোর-কিশোরী চরিত্র সজীব রূপে ফুটে উঠেছে। 'খাতা' গল্পের কিশোরী উমা, 'হৈমন্তী'র হৈমন্তী, 'ঠাকুরদা'র কুসুম, 'সম্পাদকে'র প্রভা, 'শুভদৃষ্টি' ও 'সুভা' গল্পের দুই বোবা কিশোরী দ্বয় সহ, 'স্বর্ণমৃগ'র বৈদ্যনাথের দুই ছেলে, 'সম্পত্তি সমর্পণে'র গোকুল ওরফে নিতাইপাল, 'গিন্নি'র আশু, 'ইচ্ছাপূরণে'র সুশীলচন্দ্র থেকে শুরু করে 'রাসমণির ছেলে'র কালিপদ, 'পণরক্ষা'র রসিক, 'আপদ' গল্পের নীলকান্ত, 'চিত্রকর' গল্পের চুনিলাল, 'হালদার গোষ্ঠী'র হরিদাস, 'ভাইফোঁটা'র সুবোধ, 'দিদি' গল্পের নীলমণি 'অতিথি'র তারাপদ, 'ছুটি'র ফটিক, 'পোস্টমাস্টারে'র রতন, 'বলাই; গল্পের কিশোর বলাই 'কাবুলিওয়ালা'র কিশোরী মিনি সহ এমন অসংখ্য কিশোর-কিশোরী চরিত্র আরো অজস্র গল্প শিল্পে স্নেহ-প্রীতির বন্ধন ও বন্ধন ভীরুতা থেকে মুক্তির লীলা রহস্য শিশু মনস্তাত্ত্বিকের ভূমিকায় প্রাঞ্জলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর ফেলে আসা শৈশব-কৈশোরের স্মৃতি মেদুর আলো-আঙিনায়। বিশিষ্ট রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞের মতে–

> "এই শিশুতত্ত্বের সূত্রে বাহুল্য হইলেও মনে করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, শিশু ও বালক বালিকার জীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কৌতূহল ও সমবেদনা অসীম। স্বভাবতই গল্পগুচ্ছের অনেকগুলি গল্প বালকজীবন সম্পর্কিত। - ('গিন্নী', 'ছুটি', 'অপবাদ', 'অতিথি', 'মাস্টারমশায়', 'ভাইফোঁটা', 'বলাই', 'চিত্রকর' প্রভৃতি) এইসব গল্পের বালক নায়কগণ বিচিত্র প্রকৃতির।"[১]

বিশ্বরূপের খেলা ঘরে বালক-বালিকার বেশে স্বয়ং ঈশ্বর এসে যেন খেলা করে যান। 'অতিথি'র তারাপদরা সেই ঈশ্বরেরই সন্তান। চিরমুক্তি পিয়াসী তারাপদরা বনের পাখির মতোই বন্ধনভীরু। 'আপদ' গল্পের নীলকান্তের ঠিক বিপরীতে অবস্থান করেছে তারাপদ। উভয়েই ঘর ছেড়েছে বন্ধন ও বন্ধন মুক্তির অদম্য আকাঙ্ক্ষায়। দুজনেই জীবনের ঘাটে ঘাটে ফিরেছে বন্ধন ভীরুতায়। এই দুই বালক সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ। মতিলালবাবু তারাপদকে স্নেহের বন্ধনে বেঁধে তাকে গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে নীলকান্ত এক দুর্যোগপূর্ণ রাত্রিতে নদীবক্ষে সাঁতার কেটে কোনোরকম প্রাণ বাঁচিয়ে আশ্রয় পেয়েছে শরৎ ও কিরণময়ীর সংসারে। কিরণময়ী তাকে গ্রহণ করেছে কেবল একটা সময় কাটানোর অছিলায়। কিরণের বৃদ্ধা শাশুড়ি, বাড়ির চাকর-বাকর এমনকি, ঐ বাড়ির কর্তা শরৎবাবুর কাছে পর্যন্ত নীলকান্ত যেন আপদ হিসেবেই উপস্থিত। কেবল কিরণময়ীয় প্রশ্রয়েই কৈশোর উত্তীর্ণ নীলকান্ত সমাজের একজন হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু, সে যে এই সমাজ সংসারের কাছে সত্যিই একটা আপদ তা সে তার প্রতিপক্ষ রূপে সতীশের আগমনেই টের পায়। সতীশের প্রতি ঈর্ষা প্রাণোদিত হয়েই সে সকলের চোখে আপদ রূপে ধিক্কৃত হলো। নীলকান্ত বুঝতে পারে এই সমাজ-সংসারের স্নেহ বন্ধন তার জন্য নয়। তাই কিরণময়ীর প্রতি খানিকটা অভিমান বশত: হয়েও এই সমাজ-সংসারের সমস্ত বন্ধন অনায়াসে তুচ্ছ করে চির বিদায় নিল।

অপর দিকে তারাপদ প্রকৃতির বিচিত্র লীলা চাঞ্চল্যের সঙ্গে তার আত্মার বন্ধন অনুভব করে। প্রকৃতির কোলে সে অতিথি। ঘরের বন্ধন তকে বেঁধে রাখতে পারেনি। নিখিল প্রকৃতির সবুজ বনানী তাকে হাতছানি দেয়। গ্রামের মেঠো পথ, ডুবন্ত প্রায় পাটের ক্ষেত, কচি ধানের শীষে চুম্বনে শিহরিত করে তোলা বাতাস, গভীর রাতে শৃগালের সমবেত চীৎকারে

এক অনাস্বাদিত সঙ্গীত লহরী- এসব কিছুর সঙ্গে কিশোর তারাপদর আত্মিক বন্ধন রচিত হয়েছে। মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে তার যে এই বন্ধন সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে, এই সমস্ত বন্ধন তারাপদর মতো চঞ্চল স্বভাবী কিশোরের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। তাই, কোনো বন্ধনই তার কাছে স্থায়ী হয়নি। যাত্রাদল, পাঁচালীদল, জিমন্যাষ্টিকের দলে ঘুরতে ঘুরতে জলপথে নৌকাবিহার করে জীবনের ঘাটে-ঘাটে পাড়ি জমায়। কোনো খানেই সে বেশিদিন বাঁধা পড়েনি। বরং বিশ্ব প্রকৃতির মুক্তির আহ্বানে-

> "কিশোর তারাপদ কোথাও স্থির হইয়া থাকে না, কাহারও নিবিড় বন্ধনে বাঁধা পড়ে না; মতিবাবু, অন্নপূর্ণা অথবা চারু কারও স্নেহ প্রেম বন্ধুত্বের মধ্যেও সে শেষ পর্যন্ত বাঁধা পড়িল না। তাহার চলিষ্ণু চিত্ত একদিকে 'বর্ষার মেঘ-অন্ধকার রাত্রে আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্ব-পৃথিবীর নিকট চলিয়া গেল।"[২]

তারাপদ সমস্ত বন্ধনের বাইরে। চারুশশীর সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনেও বাঁধা পড়েনি। বাঁধা পড়েনি, অন্নপূর্ণার মাতৃস্নেহ ডোরে। কেবল জীবন তরীকে অজানা স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। নীলকান্ত ও তারাপদ এই উভয় কিশোর সমস্ত বন্ধনডোর তুচ্ছ করে মুক্তির অদম্য আকাঙ্ক্ষায় ডানা মেলে দিয়েছে বিশ্বপ্রকৃতির বুকে। এই দুই বন্ধনভীরু ও মুক্তি পিয়াসী কিশোর চরিত্র প্রসঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের 'দুই পাখি' কবিতার তত্ত্বরূপটি স্মরণে আসে। নীলকান্ত ও তারাপদ যেন সেই দুই পাখি। একজন খাঁচার, আর একজন বনের পাখি –

> "এমনি দুই পাখি দোঁহারে ভালবাসে
> তবুও কাছে নাহি পায়,
> খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে
> নীরবে চোখে চোখে চায়।
> দুজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে
> বুঝাতে নারে আপনায়।
> দুজনে একা একা ঝাপটি মারে পাখা
> কাতরে কহে কাছে আয়।
> বনের পাখি বলে না
> কবে খাঁচায় রুধি দিবে দ্বার
> খাঁচার পাখি বলে হায়
> মোর শক্তি নাহি উড়িবার।"[৩]

ঠাকুর বাড়ির কঠিন অনুশাসন আর নিয়ম বদ্ধতার নিগড়ে বন্দী কিশোর বেলাকার স্মৃতি রবীন্দ্রনাথকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল করে তুলেছিল। বাস্তব সংসারের কঠিন নিয়মের বন্ধন থেকে শিশু-কিশোর মন তো মুক্তি খুঁজবেই। তারা তো মুক্ত প্রকৃতির মতো সদাচঞ্চল। হেসে-খেলে বেড়াতে চায়। সমাজ-সংসারের নিয়ম-নিষেধ, আইনের রক্তচক্ষু তাদের বেঁধে রাখতে ব্যর্থ। শিশুদের জগৎ তাদের একান্ত নিজস্ব। সেখানে বৈষয়িক লোকের কোন স্থান নেই। তারা বোঝে না, কিম্বা বুঝতে চায় না বাস্তব সমাজ-সংসার জীবনের মারপ্যাঁচ। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং শিশু-কিশোরদের এই মনোজগতের রহস্য উদ্‌ঘাটনে বলেছেন–

> "ডুবিরাই ডুবে মুকুতা চেয়ে,
> বণিক ধায় তরণী বেয়ে,
> ছেলেরা নুড়ি কুড়ায়ে পেয়ে
> সাজায় বসি ঢেলা।
> রতন-ধন খোঁজে না তারা,
> জানে না জাল ফেলা।।"[৪]

শিশু-কিশোর মনে রয়েছে দুর্বার সারল্য। আছে আপার কৌতূহল বোধ। আর তাই 'কাবুলিওয়ালা' (সাধনা, অগ্রহায়ণ, ১২৯৯) গল্পের শিশু মিনি অপরিচিত, ঢিলেঢালা পোশাকে কাঁধে ঝুলি ঝুড়ি নিয়ে কাবুলিওয়ালা রহমত উপস্থিত হলে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে প্রশ্ন করে-

> "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, তোমারও ঝুড়ির ভিতর কি?"[৫]

রবীন্দ্রনাথ এই গল্পে দুটি অসম বয়সী হৃদয়ের মধ্যে আত্মিক বন্ধনসূত্র রচনা করেছেন সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। অপত্য কন্যাস্নেহে রহমত বালিকা মিনিকে কৌতুকের সাথে জিজ্ঞেস করে–

"খোঁকি তোমি সসুর বাড়ি যাবে না?"[৬]

'শ্বশুর বাড়ি'র অর্থ বোঝার মতো মিনির বয়স হয়নি। তাই, সেও ঐ একিই প্রশ্ন রহমতকে ফিরিয়ে দিয়ে বলে; 'তুমি শ্বশুর বাড়ি যাবে?' –উত্তরে রহমত বলেছে, 'হাসি সসুড়কে মারব।' –এভাবে দুই জগতের বাসিন্দা দুটি ভিন্ন হৃদয়ের মধ্যে মধুর আত্মিক বন্ধনসূত্র ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ এই গল্পের শিশু মিনি চরিত্রটির স্বভাব চাঞ্চল্যকে যথার্থ ভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন। লেখকের আত্মকথন ভঙ্গিতে মিনির শৈশবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠেছে। মিনির শৈশবের স্বভাব-চাপল্য হিসেবে লক্ষ্য করা যায়। অনর্গল কথা বলে যাওয়া আর, অপার কৌতূহল নিয়ে বড়দের বার বার প্রশ্ন করা। স্বয়ং গল্পকারের আত্মকথন সূত্রে মিনির সেই স্বভাব বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। যখন গল্পকথক বলেন–

"আমার পাঁচ বছর বয়সের ছোটো মেয়ে মিনি একদণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে সে কেবল একটি বৎসর কাল ব্যয় করিয়াছিল, তাহারপর হইতে যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে এক মুহূর্ত মৌনভাবে নষ্ট করে না। তাহার মা অনেক সময় ধমক দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু আমি তাহা পারি না। মিনি চুপ করিয়া থাকিলে এমনি অস্বাভাবিক দেখিতে হয় যে, সে আমার বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। এই জন্য আমার সঙ্গে তাহার কথোপকথনটা কিছু উৎসাহের সহিত চলে।"[৭]

শিশু মনে যে আশ্চর্য রকম কল্পনার জগৎ, রূপকথার রাজ্য গড়ে ওঠে; সেই জগৎ থেকে শিশুর কল্পনা প্রবণ মন কখনো-কখনো বাস্তবের দরজায় টোকা মারে। অবাস্তব থেকে বাস্তবের আলো-আঙিনায় যুক্তি খুঁজে ফেরে। পাঁচ বছরের মিনি তাই তার সহপাঠীর অভ্রান্ত কল্পকথার সুর ধরে ফেলে, ব্যাঙ্গের হাসি হেসে তার বাবাকে এমন অযৌক্তিক কথা শোনায় বিস্ময়ের সাথে,

"দেখো বাবা, ভোলা বলছিল আকাশে হাতি শুঁড় দিয়ে জল ফেলে, তাই বৃষ্টি হয়।"[৮]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পে শিশু-কিশোর মননের চরিত্রগুলিকে এভাবে, সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ভঙ্গিমায় এঁকেছেন। শিশু মননের স্নেহের বাঁধন ও সমাজ সংসারের কঠোর নিয়ম বন্ধতার নিগড় থেকে মুক্তির যে সুতীব্র উচ্ছ্বাস, তা তাঁর বহু কিশোর-কিশোরী চরিত্রের মধ্য দিয়ে ধরা পড়েছে। একথা পূর্বেও উল্লেখ করেছি। শিশু মননের প্রতি অত্যন্ত সংবেদিতার দরুন, কবি এই সব চরিত্রদের ওপর দেবতার পুষ্প বৃষ্টি বর্ষণের প্রার্থনার আকাঙ্ক্ষায় বলেছেন–

"ইহাদের করো আশীর্বাদ।
ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র প্রাণগুলি,
নন্দনের এনেছে সম্বাদ,-
ইহাদের করো আশীর্বাদ।"[৯]

সেই 'শুভ্র প্রাণের সুন্দর মুখচ্ছবি 'সমাপ্তি'র (সাধনা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০০ বঙ্গাব্দ) স্বামী প্রত্যাখ্যাতা কিশোরী মৃন্ময়ীর সৌন্দর্য বর্ণনায় গল্পশিল্পী রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন। কিশোরী থেকে যুবতীতে পরিণত হওয়ার ছবি এই মৃন্ময়ী চরিত্রের মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করা যায়। কিশোর-কিশোরী চরিত্র নির্মাণে গল্পকার রবীন্দ্রনাথ স্ব-স্নেহ প্রশ্রয়েই যে সকল চরিত্রগুলিকে অত্যধিক আন্তরিকতার সঙ্গে গড়ে তুলেছেন, এই বন্ধনহীন কিশোরী মৃন্ময়ী সেই সকল চরিত্রের মধ্যে অন্যতম এক সজীব চরিত্র। গল্পকার রবীন্দ্রনাথ এই কিশোরীর স্বভাব চঞ্চলা হরিণীর সহজ-সরল মুখাবয়বের ছবিটি এঁকেছেন শিল্পীর তুলিতে–

"এই বালিকার মুখে চোখে একটি দুরন্ত অবাধ্য নারী প্রকৃতির উন্মুক্ত বেগবান অরণ্য মৃগের মতো সর্বদা দেখা যায়, খেলা করে; সেই জন্য এই জীবন-চঞ্চল মুখখানি একবার দেখিলে আর সহজে ভোলা যায় না।"[১০]

রবীন্দ্র-'গল্পগুচ্ছে'র এমন অনেক বালিকা বধূর অব্যক্ত যন্ত্রণার ছবি লক্ষ্য করার মতো। 'খাতা'র উমা সেই শৈশবের স্বভাব ধর্ম পেরিয়ে সংসার ধর্মে বাঁধবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় তার যৌবন সেভাবে বিকশিত হয়ে ওঠেনি। বরং, সে বালিকা বধূ রূপে সংসারের বন্ধনে উদাসীন থেকেছে। উমার লেখার খাতাই তার একমাত্র সঙ্গী। একমাত্র অবলম্বনও। কিশোরী বয়সের স্বভাব চপলতায় এই বালিকা ঘরময় আবোল-তাবোল লিখে বেড়িয়েছে। দেয়াল জুড়ে, ঘরের মেঝে জুড়ে শুধু নয়; খাতার পাতায় তার খামখেয়ালী আঁকিবুঁকি লেখা লিপিবদ্ধ হয়েছে। গল্পশিল্পী রবীন্দ্রনাথ যশির ভাবনার মধ্য দিয়ে ঐ খাতাটি উমার

শ্বশুর বাড়ি যাত্রাকালে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে বালিকা বধূর স্বাধীনতার আস্বাদটুকু সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন–

> "স্নেহশীলা যশি অনেক বিবেচনা করিয়া উমার খাতাটি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। এই খাতাটি তাহার পিতৃভবনের একটি অংশ, তাহার অতি ক্ষণিক জন্মগৃহবাসের স্নেহময় স্মৃতিচিহ্ন, পিতামাতার অঙ্কস্থলীর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, অত্যন্ত বাঁকাচোরা কাঁচা অক্ষরে লেখা। তাহার এই অকাল গৃহিণীপনার মধ্যে বালিকাস্বভাবরোচক একটুখানি স্নেহমধুর স্বাধীনতার আস্বাদ।"[১১]

'খাতা'র কিশোরী উমার মতো 'শুভদৃষ্টি' গল্পের (আশ্বিন, ১৩০৭) বোবা মেয়েটি গল্পকার রবীন্দ্রনাথের স্নেহসুশীতল ছায়ায় নিভৃত গ্রাম্য পটভূমির ওপর চিত্রিত হয়েছে। হাঁস ও খরগোশ এই অবোধ কিশোরীর চিরসহচর। কৈশোর থেকে ক্রমে সদ্য যৌবনে পদার্পণ করেও এই বালিকার স্বভাব-চাঞ্চল্যে সেই ফেলে আসা শৈশবের বালিকা সুলভ চপলতা এতটুকুও কমেনি। এই বোবা মেয়েটির সারল্যের সঙ্গে 'সুভা' গল্পের (সাধনা, মাঘ ১২৯৯) বোবা কিশোরী সুভার বালিকা হৃদয়ের আকুলতা প্রকৃতিরই অনুষঙ্গে ফুটে উঠেছে। এই বোবা কিশোরীদের অব্যক্ত মনের ভাষা ব্যক্ত করেছে নিসর্গ প্রকৃতি। প্রকৃতির সঙ্গে কিশোর-কিশোরী চরিত্রের অসম্ভব রকম বন্ধনলীলা রূপায়িত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের এই সকল গল্পগুলির ভেতর দিয়ে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট রবীন্দ্র-গল্প সমালোচক কিশোর-কিশোরী চরিত্রের বিকাশে প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে বলেছেন –

> "রবীন্দ্রনাথ যেভাবে তাঁহার অঙ্কিত বালক-বালিকা গণকে প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত করিয়া আঁকিয়াছেন, তাহাতে আবার ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রকৃতিতত্ত্বের কথা মনে আনিয়া দেয়। এই সূত্রে তাঁহার Lucy ও অন্যান্য অনেক বালক-বালিকা গিরিবালা, ফটিক, সুভা, মৃন্ময়ী প্রভৃতি সহোদর-সহোদরা। মিলটা কতখানি আকস্মিক, কতখানি আন্তরিক ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য।"[১২]

এই প্রকৃতির সাযুজ্যে 'ছুটি'র ফটিক কিম্বা, 'বলাই' গল্পের বলাই – দুই কিশোর চরিত্র গড়ে উঠেছে। এই দুই বালক বিশ্বপ্রকৃতির কোলে মুক্তির বাতাস বইয়ে দিয়েছে। এরা কোনো বন্ধনে বাঁধা পড়তে জানে না। উদ্ভিদ জীবনের সঙ্গে বালক বলাই নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। উদার প্রকৃতির মতোই সে মুক্তির স্বাদে আহ্লাদিত। আর পল্লী প্রকৃতির বুকে বেড়ে ওঠা বালক ফটিক তো নগর জীবনের দমবন্ধ পরিবেশ থেকে চির মুক্তি চেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ শিশু-কিশোর চরিত্রের মধ্য দিয়ে জগৎ ও জীবনের বন্ধন ও বন্ধন মুক্তির বাণীবিগ্রহ নির্মাণ করেছেন। 'ছুটি'র ফটিক আপন পরিবেশ থেকে ছিটকে পড়ায় তার কিশোর প্রাণের মুক্তির উচ্ছ্বাস বিশুষ্ক হয়ে ওঠে। শিশু আপন স্বকীয় রাজ্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে ভালোবাসে। কিন্তু, শিশুর সেই জগৎ থেকে তাকে উপড়ে ফেললে, তার প্রাণের রস আপনা আপনিই শুকিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ কেবল শিশু-কিশোর চরিত্রগুলি এঁকেই ক্ষান্ত নন। তিনি এই অসংখ্য শিশু-কিশোর চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিশেষ তত্ত্বকথার রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। ফলে, তাঁর এক-একটি কিশোর-কিশোরী চরিত্র গল্পশিল্পের বাণী বাহক হয়ে উঠেছে। যন্ত্রবদ্ধতা থেকে প্রাণকে মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে আমেরিকা থেকে ফিরে কবি লিখেছিলেন 'শিশু ভোলানাথ' কাব্য। কবির 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী'র মতো নাট্যচিত্রগুলি সেই প্রাণের গতিপ্রবাহে বাধাদান কারি বস্তুপুঞ্জ তথা, যন্ত্রবন্ধতার বিরুদ্ধে শিল্পিত প্রতিবাদ। শিশুতত্ত্বের সূত্রধরে গল্পশিল্পী রবীন্দ্রনাথ কি নাট্য চিত্র (প্রকৃতির প্রতিশোধ) কি এই গল্পশিল্প, এমনকি কাব্যে-গানে সর্বত্রই প্রাণের মুক্তি চেয়েছেন। প্রাণের স্বচ্ছন্দ গতিপ্রবাহে বাধাদানকারী নিষ্ঠুর বন্ধনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের জেহাদ ঘোষণায় এই শিশু কিশোর চরিত্রগুলি তাঁর গল্পশিল্পের বিশেষ বাণী বাহক হয়ে উঠেছে। আর এর বিশেষ কারণ হিসেবে রবীন্দ্র-গল্প শিল্পের প্রাজ্ঞ-স্থিতধী সমালোচক যথার্থই বলেছেন –

> "মিনি, শশী, হাসি ও রঘুর দুহিতা কেহই জানে না তাহাদের আচরণ ও বাক্য কী প্রচণ্ড পরিবর্তন ঘটাইয়া দিতেছে। রবীন্দ্রনাথ ইহাদের এমন করিয়া মনুষ্যত্বের বাণীবাহক করিলেন কেন? হয়তো তাঁহার বিশ্বাস এই যে, 'জগৎ পারাপারের তীরে' যে শিশুরা খেলা করে, জগৎরহস্যকে তাহারা খেলার নুড়ির মতোই সংগ্রহ করে; এখন এই রকম দুই একটি নুড়ি যদি তাহারা সংসারের অভ্যস্ত জড়তার প্রতি লীলাচ্ছলে নিক্ষেপ করিয়া বসে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।"[১৩]

রবীন্দ্রনাথ সেই 'সংসারের অভ্যস্ত জড়তার' বন্ধন থেকেও মুক্তির বাণীবিগ্রহ তাঁর এই আলোচ্য শিশু-কিশোর চরিত্রের স্বভাব-লীলাচাঞ্চল্যের মধ্য দিয়ে চিত্রিত করেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. বিশী, প্রমথনাথ, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা – ৭৩, নবম মুদ্রণ : আশ্বিন ১৪০০, পৃ. ১৭
২. রায়, নীহাররঞ্জন, রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা – ০৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ : ২৫ বৈশাখ ১৪১৬, পৃ. ৩৫২
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'দুইপাখি' : 'সোনারতরী', রবীন্দ্র-রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১, পৃ. ৪৩-৪৫
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'শিশু', ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী (নবম খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ফাল্গুন ১৮৯৭ শক
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'কাবুলিওয়ালা' : গল্পগুচ্ছ (প্রথম খণ্ড), বিশ্বভারতী, নবম মুদ্রণ ১৩৫৭ চৈত্র, পৃ. ১৮৬
৬. তদেব, পৃ. ১৮৮
৭. তদেব, পৃ. ১৮৪
৮. তদেব, পৃ. ১৮৫
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'আশীর্বাদ' : 'শিশু', রবীন্দ্র-রচনাবলী (নবম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সমাপ্তি' : গল্পগুচ্ছ (প্রথম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'খাতা' : গল্পগুচ্ছ (প্রথম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯
১২. বিশী, প্রমথনাথ, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯
১৩. তদেব, পৃ. ৭০